যুগান্তর

তারিখ : 26 JAN 2016
পৃ ... ৭ ... কলাম ... ৬

পে-স্কেল নিয়ে অসন্তোষ

এবার আন্দোলনে স্কুল কলেজ মাদ্রাসা শিক্ষকরা

যুগান্তর রিপোর্ট

পে-স্কেল নিয়ে অসন্তোষের জের ধরে এবার শুরু হয়েছে এমপিওভুক্ত বেসরকারি স্কুল-মাদ্রাসা এবং সরকারি-বেসরকারি কলেজ শিক্ষকদের আন্দোলন। সরকারি কলেজ শিক্ষকদের এটা তৃতীয় দফার আন্দোলন। এ দফায় আজ থেকে তারা সব সরকারি কলেজ এবং শিক্ষা প্রশাসনের বিভিন্ন দফতরে তিন দিন লাগাতার কর্মবিরতি পালন করবেন। এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের অবশ্য প্রথম দফার আন্দোলন এটি। ১৯ জানুয়ারি শুরু হয় তাদের কর্মসূচি। সোমবার তারা বিভিন্ন জেলায় মানববন্ধন করেন। এর আগে আন্দোলনে ছিলেন পাবলিক

শিক্ষকরা : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ১

শিক্ষকরা : এবার আন্দোলনে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে নেতাদের বৈঠকের পরদিন ১৯ জানুয়ারি আলটিমেটাম দিয়ে তারা লাগাতার কর্মবিরতি স্থগিত করেন।

বিনা শর্তে এমপিও পাওয়ার দাবিতে আন্দোলন করছেন বেসরকারি শিক্ষকরা। ১৯ জানুয়ারি দাবি উত্থাপনের মাধ্যমে তাদের আন্দোলন শুরু হয়। প্রায় দু'মাস চলবে তাদের বিভিন্ন কর্মসূচি। সরকারি কলেজ শিক্ষকদের দাবি, অষ্টম পে-স্কেলে অবনমন ঠিক করে আগের মতোই অধ্যাপকদের গ্রেড-৩ দেয়া হোক। এছাড়া তাদের বেশকিছু দাবি আছে। দাবি আদায়ের জন্য তারা সেপ্টেম্বরে প্রথম দফা এবং ডিসেম্বরের তৃতীয়-চতুর্থ সপ্তাহে দ্বিতীয় দফা আন্দোলন করেছিলেন। দ্বিতীয় দফা কর্মসূচি পালন শেষে সরকারকে আলটিমেটাম দেয়া হয়েছিল। তা শেষ হয় ২১ জানুয়ারি। পরদিন বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতি সাধারণ সভা করে তৃতীয় দফা আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণা করে। সে অনুযায়ী আজ তিন দিনের কর্মবিরতি শুরু হল।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির সভাপতি অধ্যাপক নাসরিন বেগম সোমবার যুগান্তরকে বলেন, 'সপ্তম পে-স্কেলে অধ্যাপকদের ৫০ শতাংশ গ্রেড-৪ থেকে গ্রেড-৩-এ যেতে পারতেন। কিন্তু সিলেকশন গ্রেড বন্ধ করে দেয়ায় এ পথ রুদ্ধ হয়েছে। সিলেকশন গ্রেড ও টাইম স্কেল বন্ধ করায় প্রভাষক, সহকারী অধ্যাপক এবং সহযোগী অধ্যাপকরাও আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। কেননা অনেক বিষয়েই নিয়মিত পদোন্নতি নেই। এসব শিক্ষক পদমর্যাদা না পেলেও সিলেকশন গ্রেড-টাইম স্কেল পেয়ে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিপূরণ করতে পারতেন। কিন্তু অষ্টম পে-স্কেলে এসব রাস্তা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এভাবে নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় শিক্ষকরা আজ আন্দোলনে নেমেছেন।'

সমিতির মহাসচিব আইকে সেলিমউল্লাহ খোন্দকার বলেন, 'সপ্তম পে-স্কেলে অধ্যাপকদের স্কেল শুরু করা হতো ৪র্থ গ্রেড থেকে। অথচ পদোন্নতি পাওয়া অন্য ক্যাডারের একই ধরনের কর্মকর্তারা পান তৃতীয় গ্রেড। আমরা চাই সব অধ্যাপককেই এ গ্রেড দিতে হবে। এছাড়া সিলেকশন গ্রেড দিতে না পারলে পদ সংখ্যা বাড়াতে হবে। নিয়মিত পদোন্নতির দরজা উন্মুক্ত থাকলে বঞ্চনা দূর হবে।' এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে সমস্যা চিহ্নিত করা সংক্রান্ত সিনিয়র সচিবদের কমিটি এ ব্যাপারে একটি রোডম্যাপ করেছে সত্যি। কিন্তু তা বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত শিক্ষকরা আশ্বস্ত হতে পারছেন না। কেননা, এর আগে এমন নানা পদক্ষেপ বাস্তব রূপ লাভ করেনি।'

দাবি আদায়ের জন্য সরকারি কলেজ শিক্ষকরা এবার ৪ ধাপে কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন। প্রথম দফায় তিন দিনব্যাপী পূর্ণদিবস কর্মবিরতি শুরু হচ্ছে আজ। পাশাপাশি এ তিন দিন তারা নিজ নিজ কলেজ ও দফতরে অবস্থান কর্মসূচিও পালন করবেন।

৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে দাবি আদায় না হলে ৬ ফেব্রুয়ারি থেকে দ্বিতীয় ধাপের কর্মসূচি শুরু হবে। ওইদিন থেকে ১১ ফেব্রুয়ারি ক্লাস বর্জন করবেন শিক্ষকরা। এরপরও দাবি পূরণ না হলে ১৩ থেকে ১৮ ফেব্রুয়ারি ক্লাস ও পরীক্ষা বর্জন করা হবে। আর ২২ ফেব্রুয়ারির মধ্যে দাবি পূরণ না হলে ২৩ ফেব্রুয়ারি থেকে পরীক্ষা ও ক্লাস বর্জনসহ লাগাতার কর্মবিরতি পালন করা হবে।

এমপিওভুক্ত শিক্ষক : অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী ২০ ডিসেম্বর শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটি প্রজ্ঞাপন জারি করে। এতে বলা হয়েছে, এমপিওভুক্ত শিক্ষকরা সরকারি চাকরিজীবীদের মতোই ২০১৫ সালের ১ জুলাই থেকে অষ্টম পে-স্কেলভুক্ত হবেন। তবে এক্ষেত্রে দুটি শর্ত আরোপ করা হয়েছে। তা হচ্ছে, 'শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সার্বিকভাবে পর্যালোচনা' এবং প্রতিষ্ঠানের 'যোগ্যতাভিত্তিক' হবে এই অনুদান সহায়তা। এই দুই শর্তের কারণে হাজার হাজার শিক্ষকের মধ্যে আতংক ছড়িয়ে পড়েছে। অনেকেই মনে করছেন, পর্যালোচনায় গেলে অনেকেই নতুন পে-স্কেলে সুবিধা পাবেন না। এমনকি অনেকের এমপিও কেড়ে নেয়া হতে পারে। এ কারণে সাধারণ শিক্ষকদের মধ্যে অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়েছে। এরই বহিঃপ্রকাশ হিসেবে শিক্ষক সংগঠনগুলোর ডাকে শুরু হয়েছে নানা কর্মসূচি।

বিভিন্ন সংগঠনের একটি শিক্ষক কর্মচারী ঐক্যজোট। এটি এরই মধ্যে দু'মাসের কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। এই সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব জাকির হোসেন যুগান্তরকে বলেন, দাবি আদায়ের লক্ষ্যে ২৩ জানুয়ারি সারা দেশে উপজেলা সদরে মানববন্ধন পালিত হয়। সোমবার সব জেলা সদরে মানববন্ধন করেন শিক্ষকরা। তিনি বলেন, এই কর্মসূচির মাধ্যমে আমরা সরকারের নীতি-নির্ধারকদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেছি। ১৪ মার্চের মধ্যে দাবি পূরণ না হলে ১৫ মার্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তালা দেয়ার কর্মসূচি পালন করা হবে। এছাড়া ২৭ মার্চ ঢাকায় মহাসমাবেশ করবেন শিক্ষকরা।

আরও দুটি সংগঠন এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের পক্ষে আন্দোলনে নেমেছে। একটি হচ্ছে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি। ১৯ জানুয়ারি এক সংবাদ সম্মেলন থেকে সরকারকে ১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আলটিমেটাম দেয় তারা। এর মধ্যে দাবি আদায় না হলে ১৫ ফেব্রুয়ারির পর কঠোর কর্মসূচিতে যাওয়ার হুমকি দিয়েছে তারা। নতুন পে-স্কেলে শিক্ষক-কর্মচারীরা ঠিক কবে এমপিও পাবেন তা স্পষ্ট করতে সরকারকে আহ্বান জানিয়েছে জাতীয় শিক্ষক কর্মচারী ফ্রন্ট। এ সংগঠনের প্রধান সমন্বয়কারী অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ জানিয়েছেন, ৩০ জানুয়ারির মধ্যে কোনো কিছু না জানালে ওইদিন তারা সংগঠনের সভায় মিলিত হবেন। ৩১ জানুয়ারি সংবাদ সম্মেলনে ন্যায্য দাবি আদায়ের কর্মপন্থা ঘোষণা করা হবে।